ঈশ্বর কে ?

"আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে,
একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ,
তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়" *(যোহন ১৭:৩)*

বাইবেল বেসিকস্ঃ লিফলেট ১০

ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে

- "...কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা"। (ইব্রীয় ১১:৬)

বাইবেল আমাদেরকে বিশ্বাসযোগ্য বহু ও উদাহরণ দান করে যে, ঈশ্বর সবকিছুর উপরে অস্তিত্বমান। বাইবেলের সব "বুদ্ধিবৃত্তিক" প্রমাণ ছাড়াও আরও কিছু প্রমাণ আছে যেগুলি "অভিজ্ঞতা জনিত" প্রমাণ – খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে ঈশ্বরের কাজের বাস্তব প্রমাণ লাভ করেন।

আমাদের দেহ মনের অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতির কর্মবিন্যাস, (গীতসংহিতা ১৩৯:১৪), যে কোন একটি ফুলের নকসা-সাজসজ্জা, পরিষ্কার চাঁদনী রাতে অসীম অফুরন্ত দিগন্ত জোড়া নক্ষত্র ভরা আকাশের বিশালতা ইত্যাদি এমন আশ্চর্য্যজনক প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের সাথে এ সবের সম্পর্ক, নিশ্চিতভাবেই নিরশ্বরবাদীদের মনে ঈশ্বর সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগায়। ঈশ্বর নাই–এটা বিশ্বাস করা এবং আমাদের চার পাশে যা কিছু দেখছি, তার প্রতিটি বিষয় ও প্রতিটি ঘটনার পেছনে কেউ একজন বা কারো কোন শক্তি কাজ করছে–এমন চিন্তা করা সত্যিই প্রকৃতির সম্ভাব্যতা আইনের পরিপন্থি। নিশ্চিতভাবেই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে এটি সাধারণ বিশ্বাস করার চেয়ে আরও বেশি বিশ্বাসের গভীরতা থাকা প্রয়োজন। আসলে ঈশ্বর ছাড়া কোন কিছুই নিয়ম অনুসারে চলতে পারে না, বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও এ সব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কখনই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর এ সব ব্যথ্যাজনিত বাস্তবতাই পর্যায়ক্রমে সবার এমনকি সমস্ত নিরীশ্বরবাদীদের জীবনেও প্রতিফলিত হয়।

একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন : ত্রিত্ব মতবাদের ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ ,৫ পদ বলে, "হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে" সুতরাং সদাপ্রভুর একত্ব তাঁর ঈশ্বরীয় সত্বা, তাঁর সামগ্রিক প্রভুত্ব ও তাঁর লোকদের অপ্রকাশিত প্রভুত্ব- এ সব বিষয়গুলির সাথে শক্তভাবে অবিচ্ছেদ্য। আর এটাই ঈশ্বরের একত্বের প্রতীক এবং সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে তাঁকে ভালোবাসার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেটি যিহূদীদের প্রতিদিনের জীবন যাপনের বাস্তব কাজের অংশ ছিল। এ কারণে এই বাক্যগুলি যিহূদীদের প্রতিদিন সময়ে সময়ে ও মৃত্যুসময়ে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে উচ্চারণ করতে হত।

বাইবেলের বাক্য অনুসারে ঈশ্বর যদি "একজনই" হন, তাহলে ত্রিত্ব মতবাদ এত জনপ্রিয় হওয়া সত্বেও কোথায় তার দুর্বলতা রয়েছে ? আসলে ত্রিত্ববাদ নিজেই সকল সময়ের জন্য একটি মহান মতবাদ, কারণ এই মতবাদ দাবী করে ঈশ্বরত্ব এর মাঝে "তিনজন" ব্যক্তি আছেন। এই ত্রিত্ব শব্দটি এমনকি বাইবেলের কোথাও উলেখ নাই। বাইবেল শিক্ষা দেয় ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা এবং পবিত্র আত্মা তাঁরই একটি বিশেষ ক্ষমতা। তিনটি পৃথক পরিচয়– পৃথক সত্বা, কিন্তু একের মধ্যে তিনজন নয়– ঠিক এভাবে ভ্রান্ত ধারণাকে ত্রিত্বের নামে মানুষকে বিশ্বাস করানো হয়েছে।

ঈশ্বর সম্পর্কে আরও কিছু বিষয় :

অনন্ত থেকে অনন্তকাল অবধি ঈশ্বর আছেন

হবক্কূক্ ১:১২ পদে ঈশ্বরের অনন্তকালীন প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে – "হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার পবিত্রতম, তুমি কি অনাদিকাল হইতে নহ ? আমরা মারা পড়িব না।" যদি সত্যিই বিশ্বাস করি যে, আমরা এই জগতের নই কিন্তু একান্ত তাঁরই লোক, তাহলে আমরা অবশ্যই তাঁর অনন্তকালীন পরিবারের সদস্য হই, ফলে তাঁর অনন্তকালীনতা আমাদের অনন্তকালীন পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দান করে।

ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা

ঈশ্বরের এই অসীম সৃষ্টি এবং সেই বাক্য যার ক্ষমতাবলে এই সব সৃষ্টি হয়েছে, আর সেই বাক্য বা স্বরের ধারণকর্তা ঈশ্বরের সম্পর্কে ও তাঁর বাক্যের শক্তি ক্ষমতার অসীমত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি দান করে (গীতসংহিতা ৩৩:৬-৯)। আসলেই আমরা সকলেই ঈশ্বরের প্রতিমুর্ত্তিতে সৃষ্ট আর এ জন্যই আমাদের সম্পূর্ণ দেহ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাজে সমর্পণ করার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে (মথি ২২:১৯-২১)। ঈশ্বরের প্রতিমুর্ত্তিতে যা কিছু সৃষ্ট, যেমন, আমাদের দেহ – এটি সম্পূর্ণভাবেই সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের কাজে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। "সদাপ্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদিগকে নির্মাণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই" (গীতসংহিতা ১০০:৩)। আমরা অবশ্যই তাঁর কাজে ব্যবহৃত হবো, কারণ তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং কখনই এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমরা নামমাত্র ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজে বিশ্বাস করব আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবর্তন মতবাদে বিশ্বাস করব, এটা ঠিক নয়। এর থেকেও আরও বড় বিষয় হচ্ছে যে, সৃষ্টির ব্যপারে এই ধরনের অলীক বিশ্বাস সৃষ্টিকর্তা যে জীবন-প্রাণ দান করেছেন তার প্রতি অবহেলা দেখানো হয়।

ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সবকিছু দেখেন ও সমস্ত বিষয় তিনি জানেন

পুরাতন নিয়মের বিশেষ ব্যক্তিত্ব ইয়োব এ বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছিলেন এবং এর ফলশ্রুতিতে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন যে, সত্যিই ঈশ্বর যেহেতু সর্বস্থানে বিরাজমান (ঈশ্বর যেহেতু এই দাবী করেছেন) বলে তিনি বিশ্বাস করেন সেহেতু তিনি কখনই অন্য কোন নারীর প্রতি আসক্ত বা প্রলোভিত হতে পারেন না -

- "আমি নিজ চক্ষুর সহিত নিয়ম করিয়াছি; অতএব যুবতীর প্রতি কটাক্ষপাত কেন করিব...[কারণ] তিনি [ঈশ্বর] কি আমার পথ সকল দেখেন না? আমার সকল পাদবিক্ষেপ গণনা করেন না?" (ইয়োব ৩১:১-৪)

ঠিক একই রকমভাবে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেন–

- "এমন গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে যে, আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না?" (যিরমিয় ২৩:২৪)

উপরোক্ত অংশ দুটি মানুষকে তাদের পাপ ছেড়ে দিতে বা বিরত থাকতে উৎসাহ দেয়। বরং আমরা যেন ঈশ্বরের রাজ্যে যাবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারি তার উৎসাহ দেয়। কারণ ঈশ্বর আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও কাজ সম্পর্কে সব কিছু জানেন এবং একদিন তিনি ঠিকই সবকিছুর বিচার করবেন (ইব্রীয় ৪:১১-১৩)।

ঈশ্বর বাস্তব সত্য ও একজন ব্যক্তিস্বত্তা

ঈশ্বর সত্যই বাস্তব অস্তিত্ব সম্পন্ন, এ বিষয়ে নিম্নোক্ত কথা গুলি প্রমাণ সাপেক্ষ -

- খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের মূল চেতনাটি হচ্ছে, ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট। ঈশ্বর যদি সত্যি সত্যিই বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন না হতেন তবে তাঁর পক্ষে তাঁরই প্রতিমুর্ত্তির নিজ সন্তানকে অলৌকিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হতনা (ইব্রীয় ১:৩)

- এছাড়াও 'ঈশ্বর' যদি শুধুমাত্র আমাদের ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাঁর সাথে ব্যক্তিগত ও জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করা খুব কঠিন হত। তবে এটা খুব দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অধিকাংশ ধর্মেই ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণাটি কেন অবাস্তব ও খাপছাড়া ধরনের।
- যেহেতু ঈশ্বর তাঁর অসীমত্বের দিক থেকে আমাদের চেয়ে মহান, সেহেতু এ বিষয়টি সহজে বোধগম্য যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাবো, বাইবেলের এই প্রতিজ্ঞার থেকে আসা প্রত্যাশাই অধিকাংশে মানুষের মন পরিপূর্ণ থাকেঃ "ধন্য যাহারা নির্মলান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে" (মথি ৫:৮)।
- ঈশ্বর বললেন, "আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি" (আদিপুস্তক ১:২৬)। অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বরের মতকরে ও ঈশ্বরের চেহারায় তৈরী করা হয়েছে, ঠিক যেভাবে স্বর্গদূত উলেখ করেছেন, ঈশ্বরের প্রতিমুর্তিতে আমাদের সৃষ্টি, একথাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, আমরা আমাদেরকে বাস্তব দৃশ্যত কোন বিষয়ের সাথে তুলনা করতে পারি। এইভাবে ঈশ্বর যিনি আমাদের মাঝে প্রতিফলিত, তিনি এমন সীমাবদ্ধ কোন বিষয় নয়, যাকে আমরা ধারণা করতে পারি।
- যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে, তারা ঈশ্বরের স্বভাব-গুণের অধিকারী হবেন (২য় পিতর ১:৪)।
- যীশুর দেহের মতই দেহ দান করা হবে আমাদের (ফিলিপীয় ৩:২১) এবং আমরা জানি যে, ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের বাস্তব দেহ থাকবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচারের বিষয়টি ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সেখানে কোন ধরণের উপাসনা থাকবে না, কোন ধর্ম কিংবা ঈশ্বরের সাথে মানুষের কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকবে না, যদি না আমরা এটা স্বীকার না করি যে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে এবং আমরা সকলে তারই প্রতিমুর্ত্তিতে নির্মিত। আমরা যেন ঈশ্বরের রাজ্যে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের সাদৃশ্যতা লাভ করতে পারি সে জন্য এখনই এই জগতে থাকাকালীন সময়ে ঈশ্বরের স্বভাব অর্জন করার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

আমার ক্ষেত্রে একথার অর্থ কি ?

দুটি বিষয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে যে, পথ ভ্রান্ত জাতি যাদের আছে উচ্চতর ক্ষমতার দাপট এবং অন্যদিকে সেই সব জাতি যারা বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করছেন। ইব্রীয় ১১:৬ পদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা"।

ঈশ্বর আছেন, আমাদের মাঝে এই সচেতনতা থাকার অর্থ এই নয় যে, আমরা স্বভাবিকভাবে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবো। আমরা যদি বাস্তবভাবে এ বিষয়টি গ্রহণ করি যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন, তাহলে আমরা তাঁর আজ্ঞাসমূহ পালন করব (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩৯-৪০)। এই সূত্র ধরে আমরা যতই বাইবেল অধ্যায়ন করব ততই দেখব ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যপারে আমাদের বিশ্বাস শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

ব্যক্তিগত স্বাক্ষ্য

১. আমার জীবনে বহুবার আমি দেখেছি সব কাজই ঈশ্বরের হাতের উপর নির্ভরশীল! যে সব সময়গুলিতে আমি একাকী বা অসহায় হয়েছি কিংবা অসুস্থ হয়েছি কিংবা এমন কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, যখন মনে হয়েছে সমস্যা সমাধানের আর কোন পথ নেই–তখন ঈশ্বর সবসময়ই তাঁর শক্তি ও সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। যখন আমি বাপ্তিস্ম নেবার কথা ভাবছি তখনই আমার জীবনে এ বিষয়গুলি আরও জীবন্ত হয়ে আসে। আমার জীবনের বিশেষ কিছু কিছু ঘটনায় তিনি এমনভাবে

সম্পৃক্ত হন যে, এখন আমি নিশ্চিত জানিনা তাঁর মঙ্গলময় হাতের নীচে রেখেই তিনি আমাকে তাঁর জন্য আহ্বান করছেন এবং জলে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম নিয়ে তাঁর কাজের জন্য আমাকে উৎসর্গ করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন।

প্রথমত ঃ অদ্ভুত এক ঘটনাচক্র আমাকে একটি রোমান ক্যাথলিক কলেজে আমার উচ্চতর পড়াশুনা শেষ করতে সাহায্য করে। বাইবেল আসলে কি শিক্ষা দেয় ও অন্যরা এবিষয়ে কি বলে তার তুলনা বুঝতে এই ঘটনাচক্র বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং তা আমার বিশ্বাসের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে যখন আমি দেখলাম যে, আমার ক্যাথলিক বন্ধুদের নিকট যে সব বিষয়ে জানতে চেয়েছি সেগুলি সম্পর্কে তাদের কোন সদুত্তর নাই।

ঈশ্বর একসময় আমার বয়সী কিছু বন্ধুর সাথে সম্পর্ক তৈরী করতে সাহায্য করেন, যারা আমার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন ও আমাকে আরও বেশী করে খ্রীষ্টাডেলফিয়ান সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত হতে সাহায্য করে। এ সব ঘটনা, যার মধ্যে বাইবেলের প্রচুর শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা ছিল এবং এ সবের ফলশ্রুতিতে আমার হৃদয়ের গভীরে এই অনুভূতি জাগিয়ে তোলে যে, যীশু খ্রীষ্ট যেহেতু আমার জন্য মৃত্যু বরণ করে, সেহেতু আমারও উচিত তাঁর আদেশ অনুসরণ করা (মার্ক ১৬:১৬) এ সবই আমাকে যীশুর নামে বাপ্তিস্ম নিতে বাধ্য করেছে। আর এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তম ঘটনা!

২. আমার মা-বাবা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন এবং আমি শুধুমাত্র তাদের সবকিছু অনুসরণ করতাম। এ বিষয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না যে কেন আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি এবং যখন একদিন আমার এই বিশ্বাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ এলো, অর্থাৎ বিশেষকরে বিবর্তন বাদের শিক্ষাগুলি জানার পর সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন বাস্তব উদাহরণ ও যুক্তি তুলে ধরা হল, তখন ঐ দিনগুলিতে আমার বিশ্বাস সম্পর্কে নানা সন্দেহের মধ্যে পড়লাম।

এরপর একদিন খ্রীষ্টাডেলফিয়ানদের সাথে আমার দেখা হল এবং প্রথম দিকে এ সব বিষয়ে, বিশেষত সৃষ্টির বিবরণ সম্পর্কে তাদের বাইবেল থেকে বারবার উলেখ করা নানা উদাহরণ ও বক্তব্য আমাকে বেশ বিরক্তিকর অবস্থায় ফেলল।

ক্রমশঃ খ্রীষ্টাডেলফিয়ানদের ধারণাগুলি একপাশে রেখে বিবর্তনের বাস্তব ক্রমবিকাশের উদাহরণগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা শুরু করলাম, এমনকি একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিলাম যিনি আমার চিন্তাধারাগুলি সংশোধন করতে সাহায্য করবেন। কিন্তু এই পর্যবেক্ষনের শেষ দিকে এসে দেখলাম আমার চিন্তাধারার ঠিক উল্টো ফল হয়েছে। খ্রীষ্টাডেলফিয়ানরা বাইবেলের বিভিন্ন ভবিষ্যতবাণীর উলেখ করেছিলেন, সেগুলি বাইবেলের পরবর্তী অংশগুলিতে হুবহু বাস্তবে ঘটেছে বা পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ পবিত্র বাইবেলে যে সব বিষয়ের ভবিষ্যতবাণী লেখা হয়েছে সে সব বিষয় বা ঘটনাগুলি বহু বছর পর বাস্তবে ঘটেছে এমন লিখিত বিবরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইস্রায়েল জাতি ও অন্যান্য জাতি সম্পর্কিত ভাববাণীগুলি এমন লক্ষ্যণীয়ভাবে পূর্ণতালাভ করেছে। যে, ভাববাণীর সাথে ঘটনার হুবহু মিল রয়েছে। এমন মিল বা সামনঞ্জস্যতা দৈবাৎ বা ঘটনাচক্রে ঘটেছে তা নয়।

এরপর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক বিশেষণসমূহ এ বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করে যে, বাইবেলের বর্ণনাসমূহ সত্য এবং সবই নির্ভূল ও নির্ভরযোগ্য আর এ সবই আমার কাছেপ্রমাণ স্বাপেক্ষ যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে।

আরও ব্যাপক বিস্তৃত অধ্যায়ন বাস্তবে প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর বাস্তব সত্য, দৈহিক অস্তিত্ব সম্পন্ন, নিখুত বা নির্ভূল, তা সত্ত্বেও তিনি এতটাই সহানুভূতিশীল যে, শুধু প্রার্থনায় যীশু খ্রীষ্টের নামে, তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক হয় তা নয়, বরং তাঁর স্বর্গদূতদের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমার জীবনের প্রতিটি কাজে তাঁর বাস্তব সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি লাভ করি। আমার বয়স এখন প্রায় ৫০ বছর, এই দীর্ঘ জীবনে আমার অনুভূতি হচ্ছে, ঈশ্বর সব সময়ই আমার প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ এবং সব সময়ই সহানুভূতিপূর্ণ একজন স্নেহশীল পিতা। এ জন্য প্রকৃতই যদি আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি তবে ও তাঁর বাধ্য থাকি, তবে তিনি তাঁর অসীম অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের সব ভূলত্রুটি সংশোধন করে দেন ও আমাদের জীবনের সব কঠিন ও সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমাদেরকে পরিচালনা দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। আর এভাবেই একদিন এই পৃথিবীর উপরে তাঁর প্রিয় ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে সেখানে আমাদেরকে স্থাপন করবেন।

প্রশ্নাবলী — ঈশ্বর কে ?

১। কাকে ছাড়া কোন কিছু নিয়ম অনুসারে চলতে পারে না ?

২। আমাদের ঈশ্বর কত জন ?

৩। ত্রিত্ব শব্দটি বাইবেলে কি কোথাও উলেখ আছে ?

৪। বাইবেল কি শিক্ষা দেয় ঈশ্বর কে ? এবং পবিত্র আত্মা কি ?

৫। বাইবেলের বাক্য অনুসারে ঈশ্বর যদি "একজনই" হন তবে ত্রিত্ববাদ মতবাদ কেন দাবী করে ঈশ্বরত্বের মাঝে "তিনজন" ব্যক্তি আছেন ?

৬। গীতসংহিতা ১০০:৩ পদ অনুযায়ী আমাদের কে তৈরী করেছেন ? আমরা কার লোক ?

৭। আমরা অবশ্যই তাঁর কাজে কেন ব্যবহৃত হবো ?

৮। পুরাতন নিয়মের বিশেষ ব্যক্তিত্ব ইয়োব তিনি কি বিশ্বাস করতেন যার ফলশ্রুতিতে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে কি মন্তব্য করে ছিলেন ?

৯। ইয়োব ৩১:১-৪ পদ অনুযায়ী কামনা নিয়ে কোন যুবতী মেয়ের প্রসঙ্গে তিনি কি বলেন ?

১০। যিরমিয় ২৩:২৪ পদ অনুযায়ী কেউ কি এমন গোপন জায়গায় লুকাতে পারে যেখানে ঈশ্বরের দৃষ্টি নাই ?

১১। ইব্রীয় ৪:১১-১৩ পদ অনুযায়ী ঈশ্বর কি আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও কাজ সম্পর্কে কি জানেন যে বিচার করবেন ?

১২। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের মূল চেতনাটি কি ?

১৩। মথি ৫:৪ পদ অনুযায়ী কারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে ?

১৪। ২য় পিতর ১:৪ পদ অনুযায়ী যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত তারা কেমন হবেন ?

১৫। ঈশ্বরের রাজ্যে কি কোন ধরণের উপাসনা থাকবে ? কোন ধর্ম বা ঈশ্বরের সাথে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যদি না আমরা এটা স্বীকার করি যে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে এবং আমরা সকলে তাঁরই প্রতিমূর্ত্তিতে নির্মিত ?

১৬। বিশ্বাস ছাড়া কি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব ?

১৭। ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস কিভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবে ?

১৮। ঈশ্বরের কাছে যে যায় তাকে কি বিশ্বাস করতে হবে ?

১৯। প্রথম ব্যক্তিগত স্বাক্ষীর বাইবেলের প্রচুর শিক্ষা ও দিক নির্দেশনার ফলশ্রুতিতে তার হৃদয়ের গভীরে কি অনুভূতি জাগিয়ে তোলে ?

২০। দ্বিতীয় ব্যক্তিগত স্বাক্ষীরমতে প্রত্নতাত্তিক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক বিশেষণসমূহ বাইবেলের বর্ণনাসমূহের বিষয়ে কি পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করে ?

২১। দ্বিতীয় ব্যক্তিগত স্বাক্ষীর ৫০ বৎসরের দীর্ঘ জীবনের কি অনুভূতি ব্যক্ত করেন ঈশ্বর সমন্ধে ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
পি ও বক্স নং ১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ, ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

Who is God?

Bible Basics Leaflet 10

Published by:
Christadelphian Bible Students
P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
P.O. Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**
Copyright Bible Text: BBS OV Re-edit (with permission)

This booket is translated and published with the kind permission of
Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey, CR2 0ZA England.